অমিতাভ সেনগুপ্ত

বার্ধক্যের বারাণসী পপাই ও গিনসবার্গ

আজ ভারী দমদার সকাল। হাওয়াই দ্বীপের পুনালুতে গার্ডেন হ্যামকে চিত হয়ে আকাশ দেখছে মনমরা পপাই। বাংলোর নাম আর্কাডিয়া। ওয়ার্নার ব্রসের দেওয়া উপহার। অলিভটা এখনও পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে। বেলা একটার আগে উঠবে না। কী যে পায় ওই থ্রি-ডি মুভিগুলোয়! রোজ রাতে দেখা চাই। সঙ্গে ওয়াইন। বিশ্রি মুটিয়েছে। আর্থরাইটিসে কাবু। উঠতে বসতে উফ্ আর আউচ্। পই পই করে বলেছে ভোরবেলা পুনালুর কালো বালির তটে ঘন্টাটাক হেঁটে আসতে। কে কার কথা শোনে। আর আছে স্যুই পিয়া। ওদের বছর আটেকের পুষ্যি পুত্তুর। বাচ্চাটাকে বাংলোর দোরগোড়ায় ফেলে রেখে গিয়েছিল কেউ। তদ্দিনে পপাই-অলিভ জেনে গিয়েছে বায়োলজিকাল পেরেন্টহুড ওদের কপালে নেই। বাচ্চাকাচ্চা হবে না। ওই অরফান বেবিটাকেই অ্যাডাপ্ট করে। হাড় জ্বালানো ছেলে। ঘুম ভেঙেই চেল্লানো শুরু। এটা চাই। ওটা দাও। গভর্নেসের নাকানি চোবানি দুবেলা। টার্কি পট পাই চাই তো টার্কি পট চাই-ই চাই। নইলে হাতের সামনে যা পাবে আইফোন, আইপ্যাড, ল্যাপটপ, ফোনোগ্রাফ, টেলিভিশন, ক্রকারিস কিচ্ছু আস্ত রাখবে না। নৈ-নেত্য কান্ড। কী যে অশান্তি ছেলেটাকে নিয়ে! নামকরা চাইল্ড সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো হল গন্ডা-গুচ্ছেক। কাউনসিলিং-ড্রাগস কোনো কিছুই বাদ নেই। স্পেশালিস্টের দল সব শেষে বলে কিনা বয়স বাড়লে ঠিক হয়ে যাবে। হুঃ, সিলি কনসোলেশনস! মাঝে মাঝেই ব্লুটোর কথা ভেবে মন খারাপ। এই যেমন আজ। অথচ ওই মুশকো ব্লুটো যেখানে-সেখানে কম আড়ং ধুনিয়েছে তাকে। সেও ওই অলিভ ফ্যাক্টর। নিজের মনেই হাসে পপাই। এখন অলিভিয়াকে দেখে কি চিনবে ব্লুটো। নাকি মুখ ঘুরিয়ে নেবে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় ওর স্পেশাল মেক পাইপটার কথা। বহু দিন হল যেটা হারিয়ে গেছে। ব্লুটোকে টাইট দিতে কিনা করেছে ওই পাইপ। ওটা ছিল অল ইন ওয়ান। দ্য আলটিমেট মেশিন। ডিজাইনার পাইপ। ছুরি, কাঁচি, উড়োজাহাজ, দূরবিন যখন যেমন খুশি করে নেওয়া যেত। পাইপটা হারাল অ্যান্ড লাইক আ স্ট্রেঞ্জ কো-ইনসিডেন্স্ ব্লুটোর সঙ্গেও ওদের কানেকশান্সনস্ রইল না। হলিউড ছাড়ার পর হাভানাতে কী একটা চুরুট ফ্যাক্টরির চিফ সিকিউরিটি ছিল ব্লুটো। যোগাযোগটাও রেখেছিল নিয়মিত। হঠাৎ সে ভ্যানিশ। কারখানার মালিকের সাথে অনেক মেলা-মেলি হল। ওই এক জবাব 'দ্য বিগ বার্ড হ্যাজ লেফট / নো নো ট্রেস / সরি মি পপাই'। মার্চের গোড়ায় সমুদ্র থেকে ধেয়ে আসা হাওয়ায়-হাওয়ায় ফ্ল্যাশব্যাকের হুহু টান। পুরোনো দিনের কথা মনে আসে তো আসেই। বাংলোর লন থেকে দেখা যায় একটা পাহাড়-শ্রেণি। সাদা মেঘ বুঁদ হয়ে ঝুঁকে আছে। নীল আকাশের নীচে ছড়ানো টারো (মানকচু) খেতে হাওয়া লাগা সবুজ নধর পাতাগুলো সমঝদার শ্রোতার মতো সিম্ফনির তালে তালে মাথা নাড়ছে।

'মিস্টার পপি দেয়ার'? পপাই চমকে ওঠে। এ তো অনেক কালের চেনা ডাক। যেন সে মারিজুয়ানা নিয়েছে। তার আচ্ছন্ন মাথায় বহু যুগের ওপার হতে ভেসে আসছে এক ভীষণ চেনা কণ্ঠস্বর। ক্বচিৎ কখনও ব্লুটো তার ঘেঁটির চুল ধরে ইকরিমিকরি খেলত আর ঘোঁত ঘোঁত করে ওই নামে ডাকত। কী করে তা এখন এখানে সম্ভব! ব্লুটো তো বহু দিন বেপাত্তা। বাংলোর গেটের সামনে স্যাফ্রন রঙের আলখাল্লা পরা সাদা দাড়ি ধুমসো লোকটা কে? পপাইয়ের দিকে তাকিয়ে অমন বোকা-বোকা হাসে। ওর

কাঁধে বেঢপ ওটাই বা কী! এয়ারব্যাগ, ব্যাকপ্যাক, নাকি অন্য কিছু! গলায় বড়ো বড়ো বিডসের চেইন দু-তিন ছড়া। শুকনো কোনো খয়েরি রঙের ফলের, কাচের বিডস। পপাই এগিয়ে যায়। আগন্তুক হাত বাড়ায়। কব্জি নয় তো, গ্রিজলে ভালুকের থাবা। 'গুড মর্নিং, মিস্টার পপি। পুরোনো দোস্তকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে তো? ন্যাচারাল। কোয়াইট ন্যাচারাল বাডি। অনেক বদলে গেছি আমরা। আমি ব্লুটো। এবার চেনা গেল তবে?' পড়ে যেতে যেতে গেটটা ধরে নেয় পপাই। 'ব্লুটো, তুমি! এ কী পোশাকের ছিরি তোমার? দাড়িটা অবশ্য মন্দ রাখনি। তোমার সেই খুনে মূর্তি চাপা পড়েছে'। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলেই জিভ কাটে পপাই। এই বুঝি ব্লুটো-র রদ্দা নামল তার ঘাড়ে। ব্লুটো অট্টহাসে। বাংলোটা মুহূর্তের জন্য থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। 'ইউ আর ডেড। পাক্কা কথা। তবে অনেকগুলো বছর আমরা পেরিয়ে এলাম, তাই না দোস্ত। এখন উইজডমের বয়স। কী বলো, ঠিক বলিনি? তা ঢুকতে তো দেবে তোমার খানদানি বাংলোয় নাকি দাঁড় করিয়ে রাখবে?' কী সরল হাসি উপচে পড়ল ব্লুটোর চোখ থেকে! পোশাক, হাবেভাবে ঠিক যেন সেই তিন প্রাচ্যের ম্যাজাইদের একজন, বেথলেহেমের আস্তাবলে যাঁরা সদ্যজাত যিশুকে দেখতে এসেছিলেন। ওসব কী বলছে ব্লুটো — দোস্ত! খানদানি শব্দগুলো এর আগে কখনও শোনেনি পপাই। ব্লুটোকে নিয়ে ড্রয়িং-এ ঢুকে পড়ে পপাই। ঠেলে জাগায় অলিভকে। 'অলিভিয়া শিগগিরি বাইরে চল। দেখো গিয়ে কে এসেছে'। আলুথালু নাইট-ড্রেসে হুড়মুড়িয়ে ড্রইংরুমে ঢোকে কাঁচা ঘুমভাঙা অলিভিয়া। সামনে অচেনা বিশাল মুর্তি পুরুষ দেখে থতমত। পপাই জোরে হেসে ওঠে 'আরে চিনতে পারলে না, ব্লুটো। আমাদের আদরের ব্লুটো। কতদিন বাদে ভাবো একবার'। অলিভিয়া আনন্দে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে যায় ব্লুটোকে। ব্লুটো সসম্ভ্রমে দু-পা সরে দাঁড়ায় — 'থ্যাংক ইউ ম্যাডাম অলিভ'। পপাই-অলিভ দু'জনেই হাঁ। এ কী পরিবর্তন ব্লুটোর! অলিভের হাতের সামান্য ছোঁয়াটুকু পেতে যে দৈত্যটা পাগল ছিল সে কিনা আজ ...! তবে কি এ ব্লুটো সে ব্লুটো নয়? নাম ভাঁড়ানো অন্য কেউ? দিনকাল ভালো নয়। গুনস-কনস-এ ভরে গেছে দুনিয়া। ব্লুটো যেন ওদের মনের কথা বোঝে। পপাই-অলিভের কাছে এত বছর বাদে ওর এই চেহারা, আদব-কায়দা সবই অদেখা রহস্য। 'ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ন্যাচারালি আমি গল্পের চেয়েও আশ্চর্যের তোমাদের কাছে। বাট বি সিওর, আমিই আদি-অকৃত্রিম ব্লুটো। অন্য কেউ নই। পঁচিশটা বছর ইন্ডিয়ার নর্দানস্টেট উট্টার-প্রডেশের বারাণসীর এক ওয়াইজ ম্যানের সঙ্গ করছি। সাধুবাবা। অনেক বয়স সাধুবাবার। আমায় বহু কিছু শেখালেন। শেখালেন হাউ টু অনার উইমেন ফোক। দে আর দ্য ডিভাইন মাদারস ইউ নো মিস্টার পপি। আমাদের মাতা মেরির মতোই পবিত্র। সব শক্তির আধার। ইন্ডিয়ানস হ্যাভ ডিফারেন্ট নেমস ফর দেম। গডেস কালী, গডেস ডুর্গা, গডেস জগডম্বা'। অলিভের চোখ ছলছল করে ওঠে। তার জন্যই ব্লুটোর আজ ভবঘুরে দশা। 'তুমি হঠাৎ এ-পথ বাছতে গেলে কেন ব্লুটো? হলিউডে এক নামজাদা অ্যাক্ট্রেসের সঙ্গে তোমার একটা সাউন্ড অ্যাফেয়ার চলছিল জানতাম'। ব্লুটো হাত নেড়ে মাঝপথে অলিভকে থামিয়ে দেয়। 'ম্যাডাম অলিভিয়া, আজ আমি এখানে এসেছি দুটো কারণে। প্রধান কারণ অবশ্যই তোমরা দু-জন। অনেক খুঁজতে হয়েছে আমাকে এবারে স্টেটস-এ এসে। বাই দ্য ওয়ে, ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ নিয়েছি আমি। সো স্টেটস, ইউ নো, নো লঙ্গার মাই হোম। দু-নম্বর, আমি তোমাদের একবারটি আমার দেশে নিয়ে যেতে চাই। মাই ইন্ডিয়া'। হতবাক পপাই-অলিভ, ব্লুটোর 'মাই ইন্ডিয়া'! স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন! কেমন ছ্যাঁত করে ওঠে বুকের ভিতর। নিরামিষাশী ব্লুটোকে বিশেষ আপ্যায়ন করা যায় না। সে দিনে দু-বার খায় এখন। পাইনঅ্যাপেল জুস, পি-নাটস দিয়ে দুপুরের ভোজ সেরে বিদায় নিল ব্লুটো। রেখে গেল কার্ড। তাতে ক্যালিগ্রাফি করা ব্লুটোর দীক্ষান্তের নাম BHADRAMURTI। ভদ্রমূর্তির মোবাইল নাম্বার, উট্টারপ্রডেশের সাধুবাবার আশ্রমের ঠিকানা, ফোন নাম্বার। পপাইয়ের হাত ধরে যাবার বেলায় বলে গেল চলতি বছর অক্টোবর-নভেম্বরে ইন্ডিয়ায় তাদের দু-জনকে খুব এক্সপেক্ট করছে সে। চাইলে আট বছরের সুই পিয়াকেও সঙ্গে নিতে পারে ওরা। কোনো অসুবিধে হবে না।

২

জেট এয়ারওয়েজের দিল্লি বেনারস ফ্লাইট 9W 2423 লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করা মাত্র পপাইয়ের মোবাইল বেজে ওঠে। ব্লুটো ওরফে ভদ্রমূর্তি ওদের জন্য লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে। কাস্টমসের গ্রিন চ্যানেল পেরিয়ে বাইরে আসতে মেলাই দেরি হয়। এদেশে নিয়ম-কানুনের বাইরেও কিছু আলাদা গোছের নিয়ম যে আছে সেটা দিল্লি পৌঁছেই টের পেয়েছে পপাই। বিশাল বপু ব্লুটো অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল লাউঞ্জ ফ্লোরে। পপাই-অলিভকে বেরোতে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে পপাইকে। সঙ্গে একজন সহকারীও এনেছে ব্লুটো। অল্প বয়সি। হ্যান্ডসাম। ইন্ডিয়ানরা ব্রাউন, এদ্দিন এই ধারণা ছিল অলিভের। গুডনেস মি, দিস গাই টোট্যালি গ্রিক! হুকড নোজ। ক্লিন শেভড হেড। স্ট্রং ফোরহেড। ফেয়ারার দ্যান রেডিশ অ্যামেরিকানস। লার্জ ব্লু আইড। 'নন্দলাল'। ভদ্রমূর্তি আলাপ করিয়ে দেয়। ঝরঝরে মার্কিন অ্যাক্সেন্টে ইংরিজি বলা নন্দলাল। পপাইয়ের ওজর-আপত্তি টেঁকে না। ওদের সব লাগেজ হাতে হাতে উঠে গেল সি-গ্রিন শেভ্রলে টাভেরা গাড়িতে। এক মুখ ধবধবে সাদা দাড়ি ব্লুটো সেদিনের মতোই মিষ্টি হাসে — 'ওয়েলকাম টু ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডস'। BHADRAMURTI নামের মানে এই ফাঁকে জেনে নিতে হয়। 'সিম্পল মি পপি, ভেরি সিম্পল। ইট মিনস জেনটেল কাউন্টেনানস'। পপাই কখনও ইন্ডিয়াতে আসেনি। শুনেছে হরেকরকম কথা। ইন্ডিয়া খুব আন্ডার ডেভলপড। পভার্টি লেভেল হাই। লার্জ পার্সেন্টেজ ইলিটারেট। এ-সবই ছিল তার ভারতদর্শনের হোম ওয়ার্ক। নন্দলালের ইংরিজি আর এই শেভ্রলে টাভেরা গাড়ি এক ধাক্কায় যার অনেকটা ধসিয়ে দিয়েছে। ব্লুটোর মুখে পপাই জেনেছে বিশ্বের প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে মেজর বেনারস সিটি। পপুলারিলি নোন অ্যাজ কাশী। লর্ড বুদ্ধা এখান থেকে তাঁর প্রিচিং শুরু করেন। গ্রেট 'পান্ডভাস' এখানে এসেছিল আফটার দ্য এপিক ওয়ার অফ 'মাহাভারতা' টু অ্যাটোন দেয়ার সিনস্। ওরা ওদের ভাইদের মেরে ফেলে 'মাহাভারতা' ওয়ারে। সেজন্য ওদের অ্যাটোনমেন্ট, প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। বাবাতপুর এয়ারপোর্ট রোড ধরে ন্যাশানাল হাইওয়ে ছাপ্পান্নয় উঠে পড়ে টাভেরা। এয়ারপোর্ট থেকে তেইশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে বেনারস শহর। গোটা রাস্তা রানিং কমেন্ট্রি করতে করতে চলে ব্লুটো। দেবনাথপুর, ভগতপুর,

সিক্রৌল হয়ে এঁকেবেঁকে চল্লিশ মিনিটে গাড়ি ঢুকে গেল বেনারস শহরে। জমজমাট শহর। পাপাই-অলিভ দুজনে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে। সেই যেদিন ব্লুটো ইন্ডিয়ান সেজের পোশাকে পুনালুতে হঠাৎ হাজির হল, তারপর থেকে 'ইন্ডিয়া, উট্টারপ্রডেশ, ভারানসী' নিয়ে গত সাত-আট মাসে অনেক কিউরিওসিটি জমা হয়েছে ওদের। ব্লুটো, তার অ্যাসিট্যান্ট নন্দলাল গাড়ি থেকে লাগেজ নামাতে ব্যস্ত। নন্দলাল হাত দিয়ে ইশারা করে পপাইকে—হোলি রিভার গ্যাঞ্জেস অন ইওর লেফট। পপাই- অলিভ দুজনা হাত ধরাধরি করে ঘাটের দিকে এগোতে থাকে। যেন বহুদিন বাদে ডাউন দ্য মেমারি লেন হাঁটছে ওরা। অলিভ পপাইকে জড়িয়ে ধরে সশব্দে চুমু খেল। হকচকিয়ে যায় পপাই। 'গুড ওলড ডেজ' অলিভ! নভেম্বরে এখানে ঠান্ডা পড়ে—চিলড প্লেজান্ট ইভনিং। পার্পল সানসেট অন দ্য রিভার গ্যাঞ্জেস। ওয়ান্ডারফুল সাইট। গ্যাঞ্জেসের কথাও পপাই শুনেছে। লাইক দ্য রিভার জর্ডন। ব্লুটো বলেছে সকাল-সন্ধে হাজার-হাজার ডিভোটিজ এই হোলি রিভারে স্নান করে। ভারতীয়দের বিশ্বাস—আ ডিপ ইন দ্য গ্যাঞ্জেস পিউরিফাই বডি অ্যান্ড সোল। দুই তীরে অনেক মন্দির। আশ্রম। সন্ধেবেলা বড়ো বড়ো ব্রাস পটে আগুন জ্বালিয়ে ভারতীয়রা লর্ড শিবার প্রেয়ার করে। দে কল ইট 'আরতি'। লর্ড শিবা-র সিটি বেনারস। তাদের জন্য স্পেশাল ট্রিট তো থাকবেই ভাবে পপাই। দশাশ্বমেধ ঘাট পেরিয়ে পুব পাড়ে ব্লুটোর গুরুর আশ্রমে পপাইদের থাকার ব্যবস্থা। নট আ মোটর বোট। হ্যান্ড পেডালড্। নেয়ে, নাইয়া, মাঝি অনেকগুলো বিদঘুটে শব্দ পপাইয়ের কানে আসে। নৌকা গঙ্গা পেরোনোর সময় আরতি দেখে পপাই-অলিভ মুভড্।

৩

সদগুরুঃ মহারাজজির আশ্রম এরিয়া হিউজ। হাফ আ হেক্টর নিয়ারলি, অলিভকে শোনায় পপাই। নানা রকমের ফলের গাছ। ফুলবাগান। গ্রিন ভেজিটেবলস প্লান্টেশন। কাউস, বাফালোস। আ ট্রু ফার্ম হাউস। এরা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনীয় ফুড-স্টাফ প্রডিউস করে। বিক্রিও করে। সেটা আশ্রমের ইনকাম। মহারাজজির গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার মোতিরামজি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পিরিয়ডে পাঞ্জাব কেশরী হিজ একসেলেন্সি রণজিৎ সিং-এর দিওয়ান ছিলেন (দিওয়ান ইজ চিফ রেভিনিউ অফিসার—ব্লুটোর ব্যাখ্যা)। হিজ একসেলেন্সি মারা গেলে অনেক আপস্ অ্যান্ড ডাউনস্ হল রয়্যাল ফ্যামিলিতে। দিওয়ানজি লস্ট হিজ প্লেস। চলে এলেন বেনারস। শেষ বয়সে বিষয়-সম্পত্তি তিন ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। বেনারস শহরে অনেক ছত্র খুলেছিলেন। সেখানে সাধু-সন্তদের ডেইলি মিল দেওয়া হত। থাকার ব্যবস্থা ছিল। মোতিরামজি-র একটা মস্ত বাগানও ছিল বেনারস শহরে। হিজ গ্রেট গ্র্যান্ড চাইলড মঙ্গনীরামজি এখন এই আশ্রমের চিফ। মহারাজ এখন আশ্রমে নেই। বেনারস শহরে গেছেন। দু-একদিনের মধ্যে ফিরবেন। পপাইদের থাকার জন্য দোতলায় মস্ত হল ঘর বরাদ্দ হয়েছে। রানিং-ওয়াটার আছে। কিন্তু স্কোয়াট টয়লেট। নো শাওয়ার। বড়ো বাকেটস্ আছে। অলিভকে চিন্তিত দেখায়। 'লেটস্ এনজয় ইট ডিয়ার। হোয়েন ইন ইন্ডিয়া ডু এ্যাজ এ্যান ইন্ডিয়ান ডাজ। ব্লুটোকে দেখো। ওর মতো ছেলে কেমন সব মানিয়ে নিয়েছে। কান্ট ইমাজিন।' পপাই ভরসা জোগায়। তবে অলিভের মুখ থেকে মেঘ সরে না। রাতে ট্রু ভেজিটেরিয়ান ডিনারে অলিভিয়ার সিলভার লাইনিং ইয়োগার্ট, লার্জ ফ্রুট-স্যালাড। ইন্ডিয়ান পোটাটো-কারিও মন্দ নয়। বড্ড স্পাইসি। মেঝেয় ঢালাও বিছানা। পুরু গদি। ঢাউস তাকিয়া, বালিশ, কম্বল। মাস্‌কিটো নেট। অলিভিয়ার চোখ ছানাবড়া। এখানে সে কী করে শোবে? বস্টন স্লামেও সে কোনো দিন কট ছাড়া শোয়নি। চোখে জল এসে যায় তার। বেগতিক দেখে ব্লুটোকে একটা মিসড্ কল দেয় পপাই, ফোন করাটা এত রাতে ঠিক হবে-না ভেবে। ব্লুটো তার চ্যালা নন্দলাল নিয়ে হাজির। 'এনি প্রবলেম বাডি'— ব্লুটো জানতে চায়। পপাই ইশারায় বিছানা আর অলিভকে দেখিয়ে দেয়। ব্লুটো নীচু স্বরে বলে — 'ম্যাডাম অলিভিয়া এদেশের হোলি প্লেসে এটাই রীতি। দে সে প্লেন লিভিং অ্যান্ড হাই থিঙ্কিং। আমি চাইছিলাম তোমরা দুজনে ইন্ডিয়ান কালচারের আননোন্ নুকস ভালোভাবে চিনে নাও। সরি এটাই এখানকার বেস্ট। যদি অপছন্দ হয় বলো কাল আমি তোমাদের বেনারস সিটির ফোর-স্টার হোটেলে শিফট করিয়ে দেব'। অলিভ-পপাই দু-জনেই অপ্রস্তুত। 'ও নো নেভার। এ তুমি কী বলছ ব্লুটো'। প্রায় কেঁদে ফেলে অলিভিয়া। 'আমরা এখানে তোমার কাছে থাকব বলেই তো এত দূর এসেছি। তাছাড়া সদগুরু মহারাজজিকে দেখতে আমি আর পপাই দুজনেই মুখিয়ে আছি। পপাইটা একটা আস্ত হাঁদারাম। বয়স হল, বুদ্ধি খুলল না। হাউ স্যাড। এত রাতে তোমাকে ডেকে আনার কোনো দরকার ছিল না। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড ডিয়ার ব্লুটো। উই উইল ম্যানেজ এভরিথিং। তুমি চিন্তা করো না। শুতে যাও। অনেক রাত হল'। হাসি লুকোয় পপাই। কাজ হয়েছে ওষুধে।

৪

দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গ্যাঞ্জেসের পশ্চিম পারে বেনারস সিটির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অলিভিয়া। পুনালুতেও অনেক সূর্যোদয় সূর্যস্ত পপাইকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু এই এনচ্যান্টিং ডন! আর্লি রাইজার অলিভ!! যাকে এত বছর কট থেকে ঠেলে ফেলেও মর্নিং-ওয়াকে রাজি করানো যায়নি সে কি না ...! না, ওকে ডিস্টার্ব করবে না পপাই। সে নিঃশব্দে অলিভিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। অলিভের হাতটা নিজের মুঠিতে টেনে নেয়। অলিভয়া চমকে ওঠে। 'গুড মর্নিং হানি'। কুয়াশার পাতলা সর ছেনে বেনারস সিটি ফুটে উঠছে ঠিক যেন একটা জেস্টার ফুল। তার পেটালে আঁকা অগুন্তি হিন্দু টেম্পলস, বিগ স্পায়ারস। 'শিখরস' শব্দটা কাল ব্লুটোর কাছে জেনেছে পাপাই। ট্রপিক্যাল সান ইন ইটস ফুল গ্লোরি। লাইক আ ক্রিমসন বিলিয়ার্ড বল। মন্দিরের আরতির ঘন্টার তালে তালে উড়ছে অসংখ্য পায়রা। বোটস অন দ্য কোয়ায়েট ফ্লোয়িং স্ট্রিম। সিম্পলি হেভেনলি! ব্লুটোর গলা খাঁকারি। মর্নিংকফি—পট-সুগার-মিল্ক—'গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। কাল রাতে কোনও প্রবলেম হয়নি তো'। কফি-ট্রে টেবিলে নামিয়ে রাখে ব্লুটো। 'গুড মর্নিং বাডি। দারুণ এনজয় করছি আমরা। থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য ট্রিট'। পাপাই বলে। তিনজনে একসাথে বসে কফি খায়। ব্লুটো বলে — 'তোমরা ফ্রেশ হয়ে নীচের কমিউনিটি হলে চলে এস। কাল রাতে মহারাজজি এসে গেছেন। উনি তোমাদের সাথে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন'।

ব্রহ্মচারী মঙ্গনীরাম সাদা ফরাসের উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে। আর কেউ নেই হলঘরে। সুন্দর একটা গন্ধ চারিদিকে। ইনসেন্স

স্টিক, আগরবাতি। ঘরের এক কোণে সাদা ফুলের মালা পরানো 'লর্ড কৃষ্ণা'র একটা মেটাল ইমেজ। তার নীচে কিছু টাটকা সাদা ফুল। আ স্মল অয়েল ল্যাম্প। হাতজোড় করে কপালে তুলে আনে পপাই-অলিভ— প্রণাম গুরুজি। সকালে কঠিন কসরৎ অনেকক্ষণ ধরে প্র্যাক্টিস করিয়েছে ব্লুটো। 'শুভমস্তু। নারায়ণ'। ব্লুটো পাশে দাঁড়িয়ে দোভাষীর কাজ সারে ফিসফিসিয়ে— 'হি সেজ —অল বি ওয়েল। নারায়ণ ইজ লর্ড ভিষ্ণু, দ্য ক্রিয়েটর'। ব্লুটো বলে দিয়েছিল যতক্ষণ গুরুজি বসতে না-বলছেন ততক্ষণ বসা চলবে না। ইংরিজি প্রায় জানেন না গুরুজি। কিছু কিছু বোঝেন। হিন্দিতে বলেন, 'বয়ঠো তুম দোনো'। পপাই-অলিভিয়া অসহায়ভাবে ব্লুটোকে দেখে। 'বি সিটেড বোথ অফ ইউ'। ওরা ধপাস করে বসে পড়ে। হাঁটু ভাঁজ করে বসতে শেখা একদিন-একবেলার কম্মো নয়। 'ইট হার্টস'—পপাইয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে আসে অলিভিয়া। বোঝা গেল ব্লুটো ওদের একটা প্রোফাইল অলরেডি মহারাজজিকে দিয়ে রেখেছে। ওরা কে-কী-নামধাম-কেন এখানে এল—এসব মামুলি প্রশ্নে গেলেন না মহারাজ। শান্ত হেসে বলেন—'বহোৎ দূর সে আয়ে হুয়ে। তকলিফ তো জরুর। ফির আরাম মিলা তো? সায়দ অউর কুছ পরিসানি ইন্ডিয়া কি কাস্টমস ...'। পপাইরা ধরে নেয় উনি গত রাতের মেঝের বিছানার কথা বলছেন। তৎপর অলিভিয়া লাফিয়ে ওঠে—'ও নো, ইওর হোলিনেস ... মহারাজজি। ইট ওয়াজ একসেলেন্ট'। মঙ্গনীরাম হাসেন। বড়ো পবিত্র হাসি। স্লিম, ফেয়ার —মঙ্গনীরামজি লুকস কম্পোজড, রিল্যাক্সড। হি ইজ আ সেলিবেট। লাইট স্যাফ্রন লং ক্লথপিস ওয়েস্টে জড়ানো। বেয়ার আপার পার্ট। লং ফ্লোয়িং মিল্ক হোয়াইট বিয়ার্ড। ব্লুটোর রোল মডেল ইনিই তবে। কথা খুব কম বলেন শুনেছে পপাই। নো যোগা প্র্যাকটিস, নো প্রিচিং, নো ক্যান্নাবিস, নো 'ভেডান্ট-উপনিসডস'। পপাই অবাক হয়। দেন হাউ ইজ হি আ ইয়োগি। বই পড়তে খুব ভালোবাসেন মহারাজজি। বেদান্ত-উপনিষদ-এ উনি কাশীর একজন অথোরিটি। ওঁর নলেজ বিতর্কের জন্য নয়। 'হি অ্যাপিলস টু ইওর হার্ট', ব্লুটো বলে। পপাই শুনেছিল ইন্ডিয়ান ইয়োগিস খুব ভালো ইম্প্রেসারিওস। ডিস্ক জকিদের মতো দারুণ কথা বলে। দে লিওর পিপল। মানুষকে বশ করার আর্ট এদের নাকি জন্মগত। তবে এ-মানুষটা এত আলাদা কেন? হোয়াই ইজ হি সো সাইলেন্ট? নীরবতা ভাঙে ব্লুটো — 'কুছ আশীর্বাণী মহারাজ'। মহারাজ হাসেন। হাসিটাই মারাত্মক লোকটার। সো ক্যারিসমাটিক! 'আজ নেহি ব্লুটো বেটা। পহলে ইনকো ঘুমা ঘুমাকে দিখাও বেনারস নগরীয়া। রাবড়ি-উবড়ি খিলাও। সায়দ ইনকো পসন্দ আয়ে। খুশ রহো বেটা পপাই অউর তুম ভি অলিভ বিটি। এনজয় ইওর ট্রিপ'। এইটুকু বলে মঙ্গনীরামজি ধীরে উঠে গেলেন। পুলকিত পপাই-অলিভিয়া। সাইলেন্স ইজ গোলডেন। কথাটা কোথাও পড়ে থাকবে পপাই। আজ তার অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়।

৫

গ্রেট ইন্ডিয়ান ডিরেক্টর রে-র একটা ফিল্মে জাগলারির চমৎকার সিকোয়েন্স দেখেছিল পপাই। ডিটেকটিভ থ্রিলার। আ বেনারস টেল। 'রিমেম্বার ব্লুটো ডিয়ার? 'জয় বাবা ফেলুনাথ। শ্যুট ইন বেনারস। রাইট?' পপাইয়ের ইচ্ছে বেনারসের জাগলারের সঙ্গে আলাপ করে। 'হুম'। এই প্রথম ভুরু কুঁচকোয় ব্লুটো। 'তোমরা কি বিয়ার করতে পারবে সাচ টেরিবল সাইটস?' 'হোয়াই টেরিবিল ব্লুটো'? পপাই অবাক। 'আছে দোস্ত জায়গাটায় পৌঁছে কিন্তু আমায় ব্লেম কোরো না। ইউ নো দ্য জাগলারস আর মোস্টলি 'ডোমাস'। ওদের পেশা ডেড বডি পোড়ানো। ওরা যেখানে থাকে সে জায়গাকে উই ইন্ডিয়ানস কল শ্মশান অর অ্যাজ ইউ সে ক্রিমেশন গ্রাউন্ড। প্রতিদিন প্রচুর ডেড বডি পোড়ানো হয় বেনারসের মণিকর্ণিকা ঘাট, হরিশচন্দ্র ঘাটে। নট ভেরি প্লেজান্ট সাইট ফর ওয়েস্টার্নারস। যদিও অনেককে আসতে দেখি। আমি এগজ্যাক্টলি এদের মোটিভ বুঝি না। মে বি ফর ফান। মে বি ফর ফিলসফি।' 'ও মাই গড'! আঁতকে ওঠে অলিভিয়া। 'কিন্তু আমরা তো যাচ্ছি দিনের বেলা'। সত্যিই, পপাই আজও সেই চল্লিশ বছর আগের পপাই রয়ে গেছে। নো চেঞ্জ। ব্লুটো ভাবে। 'আরে ইয়ার, মানুষের মরার কি কোনো স্পেসিফিক টাইম থাকে? অ্যান্ড সাপোজ আমি আজ এখনই মরে গেলাম ক্যান ইউ কিপ দ্য করপস্ ফর অ্যানাদার টুয়েলভ-ফিফটিন আওয়ারস? ইট উইল স্টিংক। মানুষ প্রতি মুহূর্তে মরছে। প্রতি মুহূর্তে মানুষ জন্ম নিচ্ছে। দিজ ইজ ডিভাইন ল। এইভাবেই লাইফ-সাইকেল চলছে। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তি'। টাইমস ইটারনালি টার্নিং হুইল। মাইন্ড ইউ, বেনারস মৃত্যুকে ভয় পায় না। নট স্কেয়ারড অফ ইটস্ করপসেস। আমরা ইন্ডিয়ানরা জানি ডেথ ইজ আ ট্রাঞ্জিশান। মৃতের আত্মা পুরনো শরীর ছেড়ে নতুন শরীর গ্রহণ করে। আর যাদের 'হুইল অফ কর্মা' কমপ্লিট হয়েছে সেই সেক্রেড সোলসদের পুনর্জন্ম নেই'। পপাই কী করবে—যাবে, না যাবে না? 'ওকে বাড়ি। হাতে অনেক সময়। হ্যাভ ইওর লাঞ্চ অ্যান্ড দেন উই ক্যান ডিসাইড। আমি এখন উঠব। আশ্রমে রোজই ছোটোখাটো কাজ অ্যাটেন্ড করতে হয় আমাকে। সি ইউ আফটার লাঞ্চ'। এত-শত তত্ত্বের কিছু বোঝে না পপাই। বুঝেই বা কী করবে সে। হুজুগে মার্কিন-ট্যুরিস্ট সে নয়। তার আগ্রহ জাগলারিতে। ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ধরার সময়ই সে ডিসাইড করেছিল যেনতেনভাবে বেনারসে একজন ইন্ডিয়ান জাগলারের সঙ্গে আলাপ তার করা চাই।

৬

দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে ওয়াকিং ডিস্টান্স হরিশচন্দ্র ঘাট। এরকম চুরাশিটা ঘাট আছে বেনারসে, জানায় ব্লুটো। পপাইয়ের জোহনিসন রিস্ট ওয়াচে ডে টেম্পারেচার টাচিং টোয়েন্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস। আনবিয়ারেবল ট্রপিক্যাল হিট। হাওয়াই হলে বারমুডা; মাসল শার্ট পরত পাপাই। বেনারস ইজ ডিফারেন্ট, মি ভদ্রমূর্তি আগেভাগে ওয়ার্ন করেছে। মাইন্ড ইওর ড্রেস কোড। এখানকার ইন্ডিয়ানস কনজারভেটিভ। অর ইউ ক্যান ওয়াক বেয়ার বডি, খালি গা। কী আর করে পাপাই। কটন ফর্ম্যালস, স্ট্র হ্যাট অতএব। অলিভিয়ার খুব শখ ইন্ডিয়ান সিল্ক শাড়ি পরবে। 'ফানি', পপাই বলে। 'ইউ ডোন্ট নো ইভন হাউ টু হোলড আ শাড়ি ডিয়ার'। অচলা দাস, আশ্রমের ফিমেল ডিভোটি পরিয়ে দেয়। তবে পপাই খুব টেনসড হয়ে থাকে। ব্রড ডে লাইটে ওটা খুলে গেলে ইট উইল বি আ ডিজাসটার। মি ভদ্রমূর্তি ঠিক বলেছে। মৃতদেহ নিয়ে বেনারসের মানুষদের কোনো মাথাব্যথা নেই। 'রাম নাম সত্য হ্যায়' বলতে বলতে কতগুলো ফিউনারাল পার্টি ইতিমধ্যেই চলে গেল। কাঁধে ব্যাম্বু কটস। করপসেস্ র‍্যাপড ইন হোয়াইট ক্লথ। মেরি গোলড গারলানডস। লোকেরা দিব্যি টি-স্টলে বসে চা খাচ্ছে। নিউজপেপার

দেখছে। ডিসকাসিং ক্রিকেট ম্যাচ। 'হোয়াট দ্য হেল দে আর শাউটিং ব্লুটো'? 'দ্য নেম অফ লর্ড রামা ইজ দ্য ওনলি ট্রুথ, মি পপি'। অলিভ ফিসফিস করে —'দে লুক ক্রুয়েল, দ্য লিভিং পিপল'। মি ভদ্রমূর্তি বলে — 'ডেথ ইজ রিয়্যাল হিয়ার ম্যাডাম অলিভিয়া। চারপাশের রিয়্যালিটি নিয়ে কি সব সময় মাথা ঘামাই আমরা? লাইফ কন্টিনিউস'। একটা অড স্মেল অনেকক্ষণ নাকে লাগছে পপাইয়ের। কীসের গন্ধ ওটা? 'বার্নিং ফ্লেশ। আমরা ক্রিমেশন গ্রাউন্ডের কাছে এসে গেছি'। ভদ্রমূর্তি শান্তভাবে জবাব দেয়। পপাই কেঁপে যায়। উড়ন্ত ছাইয়ে ভারী বাতাস।

মি ডোম রাজা লুকস আ জায়ান্ট। সিক্স ফিট অ্যাবাভ। যেন ব্লুটোর টুইন ব্রাদার। পপাই শুনেছে ডোমরা লো কাস্ট ডার্ক-স্কিনড্ হিন্দুস। এ-লোকটা ওসব ডেস্ক্রিপশনের ধারে কাছে নেই। এক সময় রিয়্যাল হ্যান্ডসাম ছিল। বয়স আর প্রফেশন চেহারায় ছাপ ফেলেছে। দিন-রাত ওই হেলিশ ফায়ারে কাঠ গুঁজে দিতে দিতে স্কিন কালার ঠিক থাকার কথা নয়। ওরও নেই। এখনও একটা ফিউনারালের সামনে দাঁড়িয়ে সিসাম, টারমারিক, বাটার অয়েল, ক্যাম্ফর আর কীসব ছিটিয়ে যাচ্ছে। এতে নাকি ব্যাড ওডর নষ্ট হয়। অ্যান্ড দ্য ফ্লেম লিপস। ওই শিখায় ডোম রাজা লুকস গোস্টলি। শিউরে ওঠে অলিভিয়া। পপাইরা একটা ঘরে অপেক্ষা করে। ওয়েটিং রুম। ফিউনারাল পার্টির অনেকে এখানে বসে। এখন যে পায়ার জ্বলছে সেটা এক ইয়ং ওম্যানের। তার হাজব্যান্ড দেয়ালে হেলান দিয়ে আগুনের শিখাটা দেখছে। ব্ল্যাঙ্ক লুকস। কেমন দমে গেছে পপাই। ব্লুটো ঠিকই বলেছিল। ইটস আ হেলিশ সাইট। এ-বয়সে এসব মর্টিফিকেশন হজম করা কঠিন। ডোমরাজা এসে পড়ে। তার কপালে টারমারিকের সাথে ফিউনারাল পায়ারের অ্যাশের তিলক লম্বা করে টানা। জাগলারির বিষয়ে প্রশ্ন করার আগে পপাইয়ের নজর যায় সেদিকে। ব্লুটো দোভাষী। ডোমরাজা ইংরিজি একেবারেই জানে না। ডোমরাজা জানায় সে জাগলার নয়। ইটস নট হিজ প্রোফেশন। অল্প কিছু শিখেছে নেহাত শখে। মহারাজ ভদ্রমূর্তি ঠিকই শুনেছেন। তাদের ফ্যামিলিতে নামকরা জাগলারস্ অফ বেনারস আছে বটে। তো তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় রোজগারের ধান্ধায়। এই যেমন এখন তার ছোটো ভাই ফ্যামিলি শুদ্ধু শোনপুরের দিকে গেছে। ওখানে কিছু দিন বাদেই বড়ো মেলা আছে। হাঁ, পরিবারের মেয়েরাও জাগলারি অল্পসল্প জানে। দে অ্যাক্ট অ্যাজ হেল্পারস। অনেক খেলা আছে। তার কাছে মোস্ট ইনটারেস্টিং টাইট রোপের উপরে লাটিম চালিয়ে সেটাকে দশ বার ফিট উপরে ছুঁড়ে ফের ওই টাইট রোপে এনে ফেলা। হাঁ, হাঁ, ছুরি-চাকুর কসরতও ভালো লাগে তার। তবে খুব কঠিন। খুব প্র্যাক্টিস, কনসেন্ট্রেশন জরুরি। এদিক-ওদিক হলেই জাগলারের জান নিয়ে টানাটানি। সেও একটু-আধটু পারে। তবে আজ হবে না। রাত থেকে পাঁচটা লাশ পুড়িয়ে এখন কনসেন্ট্রেট করতে পারবে না। মি পপাই যদি দু-দিন বাদে আসেন তবে সে একবার ট্রাই করবে। না, শবদাহতে তার ভয় করেনি কখনও। ছেলেবেলায় স্কুল থেকে ফিরেও সে তার পিতাজির সাথে হাত লাগিয়েছে। ইটস আ হোলি প্রফেশন হেল্পিং দ্য সোল অফ দ্য ডেড টু রিচ ইটস ডেস্টিনেশন। মরে হুয়া কা আত্মাকো সাহারা দেনা। হাঁ, অনেক সাহেব লোগ আসে। ফোটো খিঁচে। গাঁজা-উজা খায়। গপসপ করে। তার এখন বয়স বাষট্টি। সে যখন কুড়ি বছরের সে সময় এক আমেরিকান শায়র এখানে প্রায় রোজ আসত। সারা রাত গাঁজায় বুঁদ হয়ে জ্বলন্ত চিতার সামনে আসনে বসে থাকত। খুব কম কথার লোক ছিল সাহেব লেকিন ইমানদার আউর বহোত পড়ি লিখি ভি। পিতাজি ওকে খুব পছন্দ করতেন। ইউজড্ টু কিপ দ্য বেস্ট ক্যান্নাবিস ফর হিম। সব সে বড়িয়া ভাং উনকে লিয়ে জারি রাখ না। কুছ বংগালি শায়র ভি সাব কা সাথ দেতে থে। তো এক শাম ম্যায় ভি উন লোগো কি সাথ বয়ঠ গয়ে। আমি সাহেবকে একটা প্রশ্ন করি। আজ অবধি কোনো ফরিনার লোককে আমি প্রশ্ন করিনি। ও এক আলাগ সা বাত থে। ম্যায় নে পুছা সাব তুম কিঁউ ইধার হর সাল আতে হো। কেয়া তুমকো কুছ খাস চিজ মিলি ইধার। সাব খুব শান্তভাবে বলেছিল যখনই ইন্ডিয়াতে আসে শুধু এখানে নয় কলকাত্তার নিমতলা বার্নিং ঘাটেও সে যায়। শায়দ উনহোনে কুছ ঢুন্ড রহে থে। কুছ শ্রুতি প্রকাশ। 'রিভিলেশন' দোভাষী ভদ্রমূর্তি জানায়। ডোম রাজা বিদায় নেয়। পপাইও ক্লান্ত মানুষটাকে আর আটকাতে চায় না। জায়গাটাও তার ডিপ্রেসিভ লাগছিল।

'হু ওয়াজ দিস অ্যামেরিকান পোয়েট ব্লুটো? এনি আইডিয়া'? 'অ্যালেন গিনসবার্গ। বিটনিক পোয়েট অফ আর্লি সিক্সটিজ'। 'স্ট্রেঞ্জ, তুমি এত সব তথ্য কোথথেকে জোগাড় কর। এসব তো আমাদের বিষয় ছিল না ব্লুটো'। 'Everything is holy! everybody is holy! everywhere is holy! everyday is in eternity! Everyman's an angel'! ফ্রম 'হাউল'। গিনসবার্গ'স ফেমাস ওয়ার্ক। গিনসবার্গ অ্যান্ড এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ফাউন্ডার অফ ইসকন ওয়্যার ফ্রেন্ডস। পপাই, ইহুদি গিনসবার্গের নিজের প্রেয়ার ছিল হরে কৃষ্ণ মন্ত্র। যে গল্পটা ডোম রাজার কাছে আজ আমরা শুনলাম গিনসবার্গের ক্যারিয়ারে ওই ইন্ডিয়ান পার্টটুকু খুব দামি। অ্যাকচুয়ালি ওটা শুধু গিনসবার্গের লাইফ ফিলসফির পরিবর্তন করেনি, ইন ফ্যাক্ট অ্যামেরিকান কবিতারও একটা টার্নিংপয়েন্ট ওই জায়গাটা। মৃত মানুষের দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া দিনের পর দিন দেখেছে গিনসবার্গ। হি ফেলট দ্য নাথিংনেস অফ ভ্যানিটি। বুঝেছে মানুষের যন্ত্রণা। ওর পক্ষে ইনিয়ে-বিনিয়ে কিছু বলা সম্ভব ছিল না। সো হি চোজ আ প্লেন ডিকশন। সোজা কথায় বলতে চেয়েছে। জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য লাইনস আই কোটেড। ইটস বিউটি ইজ ইটস সিম্পলিসিটি'।

পনের দিনের ইন্ডিয়া ট্যুর সেরে ঘরে ফেরার ফ্লাইটে পপাইয়ের মনে হল ব্লুটোকে জব্দ করতে যে মালটিপারপাস পাইপ ও বানিয়েছিল যেটা পুরনো ব্লুটোর মতোই হারিয়ে গেছে তার চেয়ে অনেক এফেক্টিভ ব্লুটোর এই পুনর্জন্মের ফ্লুট অফ কৃষ্ণা যা থেকে ভালোবাসার জাহ্নবী অনন্তকাল বইছে মানুষের সব জ্বালার উপশম হয়ে।